প্রথম আলো

তারিখ ... 3 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

শুক্র ও শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবি শিক্ষার্থীদের

মুসা আহমেদ ●

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জের ধরে সেশনজটের আশঙ্কায় শুক্র ও শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এই দাবিতে গত সোমবার তাঁরা উপাচার্য মীজানুর রহমানকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হরতালের কারণে গত মার্চ মাসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল মাত্র নয় দিন। হরতালের জন্য নয় দিন এবং সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির জন্য ১৩ দিন ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

জগন্নাথে সেশনজট বাড়ার আশঙ্কা

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ২৪ দিন। এর মধ্যে সরকারি ছুটি ছিল ১৭ দিন। আর হরতালের কারণে বন্ধ ছিল সাত দিন। এভাবে দিনের পর দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় ঠিকমতো ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না। এতে নতুন করে আবার সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার স্বার্থে বিষয়টি সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপন করা হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কমাতে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে ছয় মাসের সেমিস্টার শেষ করতে দেড় থেকে দুই গুণ বেশি সময় লাগছে। তাঁদের আশঙ্কা, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেশনজটের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা শুক্র ও শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে সপ্তাহে দুই দিন (শুক্র ও শনিবার) ক্যাম্পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর পর থেকে এ নিয়মই চলছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছুটিসহ বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৫৬ দিনই ক্লাস বন্ধ থাকছে। এর ওপর যোগ হচ্ছে হরতালের অনির্ধারিত বন্ধ।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান জুনায়েদ আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে শনিবারও ক্যাম্পাস খোলা রাখা দরকার। এতে করে সেশনজট কিছুটা কমে আসবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাসের সেমিস্টার শেষ করতে নয় থেকে ১০ মাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারচেয়ে বেশি সময় লাগছে। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ঝিনিয়া ইসলাম বলেন, 'এ অবস্থা চলতে থাকলে চার বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে সাত-আট বছর কিংবা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।'

কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে মাত্র সপ্তম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু করেছেন তাঁরা। তাঁদের এখন অষ্টম সেমিস্টারের শেষ দিকে থাকার কথা ছিল।

সেশনজট জীবনের মূল্যবান একটি বছর কেড়ে নিয়েছে উল্লেখ করে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, সময়মতো অনার্স পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় চাকরি ও বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারছেন না তাঁরা।